নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

"হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অথবা যোগীগণের হৃদয়ে বাস করি না; আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা গান করে. আমি সেইখানে থাকি। সেই সকল ভক্তকে যে সকল মানুষ গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা পূজা প্রভৃতি করে, তাহাদের প্রতি আমি যত সন্তুষ্ট হইয়া থাকি— আমার পূজায় তত সন্তুষ্ট হই না।" যাহারা আমার লীলাগান করে, তাহারাই প্রাণীমাত্রের পরমোপকার সাধন করিয়া থাকে। যেহেতু উচ্চৈঃস্বরে গান করায় দূরস্থ প্রাণী শুনিতে পায়, এবং যাহারা শুনিতে পায় না— এমন তৃণ-লতাদিতে নামের প্রতিধ্বনি হওয়ায় তাহাদেরও কল্যাণ সাধিত হয়। নিজের যে পরম কল্যাণ সাধিত হয়— তাহার আর বক্তব্য কি?

নারসিংহকে প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপই পাওয়া যায়— "হে নৃসিংহ! সেই সকল সাধু সর্ব্বপ্রাণীর নিরুপাধি বান্ধব, যাহারা পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম গান করে।" এই কীর্ত্তনাঙ্গে বহুজন মিলিত হইয়া যে গান, তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। সেই সঙ্কীর্ত্তন চমৎকারিতা পোষণ করে বলিয়া গান হইতে অধিক মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ। এই শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনাঙ্গে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই পাওয়া যায়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া অর্থাৎ তৃণের একপার্শ্বে পা দিলে অন্যদিক মাথা তুলে, কিন্তু নিজে এমন হইতে হইবে যে— একজন পা দিয়া আঘাত করিয়া যাইলেও মাথা না তুলিয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজের মানাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া অন্যের সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কেহ মনে করিতে পারেন যে— এইপ্রকার অধিকারী হইয়াই হরিনাম করিতে হইবে। সে প্রকার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা হরিকীর্ত্তন করিব না। তাহার উত্তর এই যে—শ্রীহরিকীর্ত্তনে অধিকারীগত কোন বিচার নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করয়ে হরণ ॥

মাঘমাসের স্নানে যেমন অধিকারগত কোন বিচার নাই; যে জন শীতের